ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত
বীরেন রায়, এম্.পি'র
বিপ্লবী চিত্র-লেখা –
অগ্নিযুগের কাহিনী

দি নিউ এরা পিকচার্সের

প্রথম নিবেদন

(তদানীন্তন ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বীরেন রায় এম, পি রচিত
"খেয়ালী" উপন্যাস অবলম্বনে)

অগ্নিযুগের কাহিনী

কাহিনী, সংলাপ ও পরিকল্পনা—**বীরেন রায় এম, পি**

পরিচালনা—**ভুপেন রায়**

চিত্রনাট্য : **বিপ্লব পালক বসু**

সঙ্গীত পরিচালনা : **গোপেন মল্লিক**

গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল গুপ্ত

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত। চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা।

সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়। শব্দ গ্রহণ : অনিল নন্দন।

শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। তত্বাবধান : প্রবোধ পাল।

শিল্প উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন। যন্ত্রশিল্পী : সুর ও শ্রী অর্কেষ্টা।

সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। রূপসজ্জা : বসির আহমাদ।

উইগ : ফারহাদ হোসেন। পটশিল্পী : রামচন্দ্র সিণ্ডে।

প্রচারে : ধীরেন মল্লিক। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : বিমল শী, সুধীর চট্টোপাধ্যায় ও মানব ঘোষ।

চিত্র গ্রহণ : শান্তি গুহ, দুর্গা রাহা, নূরআলি মণ্ডল ও সুবল সরদার।

শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ ও পাঁচু গোপাল ঘোষ।

সম্পাদনা : শক্তিপদ রায়। শিল্প নির্দেশ : সুজিত দাস।

রূপসজ্জা : মুন্সিরাম ও কার্তিক। শব্দ গ্রহণ : জুগারাম সিং।

তত্বাবধান : রণজিৎ নন্দী, রাম সরকার ও হরি ভট্টাচার্য

প্রযোজনা : **মঞ্জুশ্রী বসু ও ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এন, টি ষ্টুডিও ১নং এ ওয়েষ্ট্রেক্স্ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত

ও

আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটারীতে

পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা : **নবযুগ চিত্র প্রতিষ্ঠান**

১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

কাহিনী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই রক্তরাঙা অধ্যায়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়েছে দেশের মানুষ। অপর দিকে বিপ্লববাদীরা ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ সাধনে নানা জায়গায় গড়ে তুলেছে গোপন ঘাঁটি। এতে যোগ দিয়েছে বাংলার ছেলে—মেয়েরা। চট্টগ্রামের এক পল্লীতে এমনি এক ঘাঁটির নেতা সুধাংশু সরকার। এঁর দলের উপর পুলিশের নজর পড়ায় সুধাংশু চট্টগ্রাম ছেড়ে ঘাঁটি করেন কলকাতায় এবং মেদিনীপুরের এক গ্রামে। এই গ্রামে এক বিধবা মহিলা একমাত্র মেয়ে মীরাকে নিয়ে বাস করেন। মীরার বাবার প্রথমা স্ত্রী সমীর নামে একটি শিশু পুত্র রেখে মারা যাবার পর তিনি বিধবা মীরার মাকে বিয়ে করেন। এতে আত্মীয়েরা কিশোর সমীরের মন বিষিয়ে দেয়। তাদের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তিনি সমীরকে কলকাতায় রেখে তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। মীরার জন্মের পর তিনি বিদেশে গিয়ে মারা যান। বয়স্থা হয়েও মীরা সমীরকে দেখেনি। মীরার মায়ের অন্তর দেশপ্রেমে পূর্ণ। তাঁর চেষ্টায় মীরা সববিষয়ে শিক্ষা পেয়েছে। সুধাংশুকে তিনি মীরাকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করেন। মার ও সুধাংশুর শিক্ষায় মীরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং সুধাংশুর দলকে নানাভাবে সাহায্য করে। সমীর বি, এ, পাশ করবার পর কলকাতায় সুধাংশুর দলে যোগ দিয়েছে। তাকে মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুরে আসতে হয়। মীরাকে দেখে সমীর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মীরাও সমীরের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু তারা কেউ জানেনা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি। মায়ের ইচ্ছা মীরাকে সুধাংশুর হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী সুধাংশুর একমাত্র কাম্য দেশের মুক্তি। সমীরকে মীরার মা চিনেছেন। তিনি সমীর ও মীরার মনোভাব লক্ষ্য করে মীরার কাছে সব কথা প্রকাশ করেন এবং সমীরের কাছে এসব গোপন রাখতে বলেন। মীরা সমীরকে জানিয়ে দেয় তারা চিরদিন ভাইবোন হয়ে থাকবে। শোভাবাজারে সুধাংশুর বড় ঘাঁটি। এখানে তৈরী হয় ভারি বোমা। ষ্টিল নামে একটি বালক কে দিয়ে সুধাংশু অনেক কাজ করান। তার উপর

পুলিশ কোন সন্দেহই করতে পারে না। মীরার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সুধাংশু মীরাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এখানে সমীর তার ধনীবন্ধু অসিতকে নিয়ে মীরার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মীরাকে দেখে অসিত তার উপর আকৃষ্ট হয়। মীরা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে সমীর চলে আসে। অসিতকে সে জানায় তাকে বিদেশে যেতে হবে। কোথায় যাবে, কি তার উদ্দেশ্য কিছুই প্রকাশ করে না। মীরা আসল কথাগুলো সমীরকে জানাতে পারেনি এই তার মর্মবেদনা। সুধাংশু মীরাকে এক ধনীর বাড়ীতে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। এই ধনীর মেয়ে মণিকা। মণিকাকে তিনি তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। এখানে থেকে মীরা গোপনে দলের কাজকর্ম করে। দলের স্বার্থে সুধাংশু অসিতের কাছে—অর্থ সাহায্য পাবার জন্য তাকে দলে আনবার চেষ্টা করেন। মীরার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অসিত মণিকার বাড়ীতে যায়। মীরা কিন্তু তার প্রতি উদাসীন। মণিকা অসিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এদিকে অপর এক বিপ্লবীদল অত্যাচারী এক পুলিশ অফিসারকে মেরে ফেলে। শ্বেতাঙ্গ পুলিশের কর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে সব জায়গায় গোয়েন্দা লাগান। এই গোয়েন্দা বিভাগের এক কুখ্যাত নায়ক নিতাই সরকার। নিতাই বিপ্লবীদের সন্ধান বের করবার জন্য সব জায়গায় ফাঁদ পাতে। সুধাংশু শোভাবাজারের ঘাঁটি থেকে দলের লোকদের সরিয়ে আনবার জন্য গভীর রাত্রে ষ্টিলের হাতে চিঠি দিয়ে তাকে সেখানে পাঠান। ষ্টিল ধরা পড়ে। শত অত্যাচারেও নিতাই তার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে না পারায় তাকে মেরে ফেলে। খবর পেয়ে সুধাংশু প্রতিশোধ নেবার ফাঁক খুঁজতে থাকেন। সুন্দরবনে

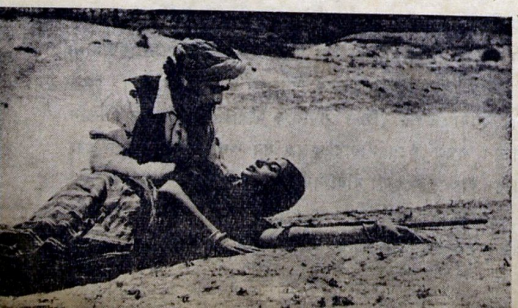

মগেরা টাকা নিয়ে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করে। সুধাংশুর জন্য তারা বড় এক চালান মাল নিয়ে বসে আছে। চারদিকে পুলিশের নজর। তাই খুবই সতর্কতার দরকার। একাজের ভার পড়ে মীরার উপর। কিন্তু সুন্দরবনে যাবার আগে তাকে অসিতকে বিয়ে করতে হবে এই সুধাংশুর নির্দেশ। এতে মীরার মন সায় দেয় না। কিন্তু দলের প্রয়োজনে নেতার আদেশ তাকে মাথা পেতে নিতে হয়। বিয়ে হবার পরই মীরা ও অসিত দলের লোকজন নিয়ে নৌকা-যোগে সুন্দরবনে রওনা হয়। কাজ

হাসিল করবার জন্যে তারা সব রকমে প্রস্তুত হয়েছে। নিতাই কিছুটা আঁচ পেয়ে সদলবলে লঞ্চে করে ঐ নৌকার পিছু নেয়। মীরার দলও ঐ লঞ্চকে লক্ষ্য করে। নিতাই নৌকায় উঠে দেখে একদল মাতাল এক বাইজীকে নিয়ে গান বাজনায় মত্ত। নিতাইও এদের আনন্দে যোগ দেয় এবং বাইজীর রূপ দেখে জগতের সব কিছু ভুলে যায়। তার পর এদের উপর কোন সন্দেহ না করে নিতাই ফিরে আসে। প্রকৃত ঘটনা শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তার কানে যায়। তিনি নিতাইয়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মেদিনীপুরে বদলি করেন। এই জেলায় বিপ্লবীরা খুবই তৎপর। কিন্তু পুলিশ কিছুই করতে পারে না। নিতাইয়ের উপর গুরুতর দায়িত্ব। অসিতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। মণিকার চেষ্টায় সে ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু তার দেহের অবস্থা সংকটাপন্ন। সুধাংশু এখন মেদিনীপুরে এবং মীরা উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি জঙ্গলের ঘাঁটির নেত্রী। অসিতকে মীরার কাছে পাঠান হয়। নিতাইয়ের দল শতচেষ্টা করেও সুধাংশুর দলকে ধরতে পারে না। দলের সব চেয়ে বেশী নির্ভরশীল সুধাংশুর দক্ষিণহস্ত কাবুলীওয়ালা।

বিপ্লবীরা ভেবে স্তম্ভিত যে, আফগান হয়ে, সে মনে প্রাণে বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে মিশে গেছে। মীরার সেবায় অসিত সুস্থ হয়েছে। সব জায়গায় শত্রু নিপাতের জন্য প্রস্তুতি চলছে। নিতাই মেদিনীপুর ও কালাহাণ্ডির ঘাঁটির আঁচ পেয়েছে খবর পেয়ে সুধাংশুর দল সেখান থেকে সরে এসে মেদিনীপুরে সমুদ্রের ধারে বলিয়াড়িতে পৌছেছে। তারা এখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যায়। মীরার নেতৃত্বে দলের সকলে অদম্য উৎসাহ পায়। কিন্তু তার মনে সব সময় জাগে সমীরের

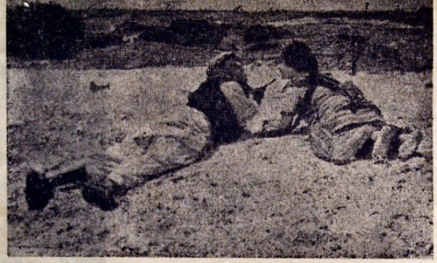

কথা। নিতাই সদলবলে বালিয়াড়ির ধারে এসে পৌছায়। এবার দু'দলের মধ্যে সম্মুখ সংঘর্ষ। কাবুলীওয়ালার বন্দুকের গুলিতে একের পর এক শত্রু ধরাশায়ী হয়। কি অব্যর্থ তার লক্ষ্য! অবশেষে শত্রুর গুলির আঘাতে সে ক্ষত বিক্ষত। সেই অবস্থাতেও তার বন্দুকের বিরাম নেই। মীরার রিভালভারও বার বার গর্জে উঠে। নিতাই সুধাংশুর দিকে এগিয়ে এসে গুলি চালায়। সুধাংশু আহত অবস্থায় নিতাইকে গুলি করে মেরে ফেলেন। তাঁর মুখে দু'একবার সমীরের নাম শোনা যায়। কিন্তু কোথায় সমীর! অগ্নিসেনা দলের আক্রমণে পুলিশ ও মিলিটারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

এর পর কি?

পর্দায় দেখুন।

সংগীত

(১)

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
… … … …

(২)

আলোকের শঙ্খ বাজে—
প্রাণের আকাশে
নতুন দিনের আভাষে।
মাটির বুকে কাঁপন লাগায় চরণ ধ্বনি'
ভাঙালো ঘুম জাগরণে পরশমণি।
জীর্ণ যা সব যায় ভেসে যায়
ঝড়ের বাতাসে।
এ লগন সবাইকে আজ ডাকছে ওরে,
বিজয়ের কেতন দেখ ঐ যে ওড়ে।
অনেক আশার স্বপ্ন মেশা আনন্দেতে,
বাঁধন ছেড়ার কি এক নেশা উঠল মেতে।
জাগল জীবন শতদলের পুলক উচ্ছ্বাসে!

(৩)

শীষমহলের রোশনি জ্বলে
রং বাহারি ফুল ফোটে।
দিল দরদীর দিলরুবাতে
খুস খোয়ারের সুর ওঠে।
হাজার তারা আসমানে
জ্বালায় বাতি সেই গানে।
রূপ দরিয়ায় জোছ্না দোলে
চাঁদের পরীর নাও জোটে।
গুল বাগিচার নিদ ভেঙ্গে যায়
রাত নিরালায়।
ফুলকুমারী আতর মেখে
আড় চোখে চায়।
শলমা জরির ওড়নাতে
কে সাজালো এই রাতে।
হায় সোহাগী বলতে চেয়ে
বোল ফোটে না লাল ঠোঁটে।

(৪)

আমি দোষী হয়েছি—
আমার লজ্জা নাই দুঃখ নাই
জানুক সকল জন।
আমি তোমার মনে সঁপেছি এই মন।
আমি দোষী হয়েছি—
(বঁধু) আমি … … …
তোমার জন্যে হলাম দোষী
তোমায় যদি পাই।
দোষী হলাম মন্দ হলাম
তাতে ক্ষতি নাই।
পরের কথা নিন্দা বচন পুষ্পেতে চন্দন,
বংশী বল, সুর বল, মধুর বৃন্দাবন
তীর্থ বল গয়া কাশী সবই তোমার মন।
গুণের বন্ধু গুণ করেছ—
গুণ টানো দূর হতে।
পরাণতরী চলে আমার
তোমার চলার সাথে।
তুমি ভিন্ন নাই গতি মোর
প্রাণ মানে বন্ধন।

(৫)

ও রাধে গো, অমন করে কাঁদিও না আর
(ভাবো) কপালে ছিল গো এই লিখন তোমার।
আগের মতন উজান বয়ে যায় গো দরিয়ার
মেঘের ফাঁকে সুরজ হাসে রজনী পোহায়।
(কেন) নয়ন মুদিয়া ভাবো আলোরে আঁধার।
জীবন যৈবন সবই তো হায় পদ্মপাতে জল।
পীরিতির লাগি তারে করো না বিফল—
(রাধে) করো না বিফল—
এ সংসারে বিধি তোমায় পাঠালো যখন
কী বা কাজে এলে দেখ বুঝিয়া তখন।
হারাইবার যা হারাইলে পাইলে যা পাবার।
কপালে ছিল গো এই লিখন তোমার।

রূপায়ণে ঃ

বিকাশ রায় ঃ মাধবী মুখার্জ্জী

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে, মণি শ্রীমানী, প্রীতি মজুমদার, আনন্দ মুখার্জি, সুখেন দাস, শঙ্কর নারায়ণ (এ্যাঃ), স্বপনকুমার, সমরকুমার, অশোককুমার, কামু মুখার্জি, মন্মথ মুখার্জি, সীমন্তিনী রায়, শিপ্রা চক্রবর্তী, ইরা মিত্র, মাঃ অরিন্দম, মাঃ সৌমিত্র, শৈলেন, গোপেন, পটু, ভানু, প্রণব, মানব, সুধাময়, কানু, বাসু, পান্না, সাধন, সন্তোষ, মদন, কমল, জ্যোতি, ঋতু, ননী, নিমাই, বাবলু, যোগেশ, কেষ্ট, গুইরাম, বিশ্বনাথ, রামবিনয়, জয়দেব, মাণিক, হান্সমান, মর্টন, জার্‌ডিন, ম্যানসেল, ডিগ্রাইথার, পারকিন্স্‌ কুপার, তনুশ্রী, ইন্দুবালা, বাসবী, শমিতা, সুপ্রিয়া, শুক্লা, অনুভা ও আরও অনেকে—

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী :

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মঞ্জুশ্রী বসু ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবযুগ চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।